



221231 - স্ত্রীকে চুম্বন করলে কি রোযা ভঙে যায়?

প্রশ্ন

আমার জানামতে রমযান মাসে দিনেরে বেলো স্ত্রীকে চুমু দেওয়া রোযাদারেরে জন্য বধৈ। কনিত্তু যদি চুম্বনেরে কারণে স্বামী বা স্ত্রীর বীর্য বেরিয়ে যায় তাহলে এর হুকুম কী? উল্লেখ্য, সম্ভবতঃ এর কারণ তারা রমযান শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে বয়িে করছেলি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

রোযাদারেরে জন্য স্ত্রীকে চুমু দেওয়ার হুকুম

হ্যাঁ, রোযাদারেরে জন্য রমযান মাসে দিনেরে বেলো স্ত্রীকে চুমু দেওয়া বধৈ। দুজনকে একে অপরকে উপভোগ করত পাববে যদি বয়িটা সহবাস বা বীর্যপাতে রূপ না নয়ে।

আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় চুমু দতিনে এবং গায়েরে সাথে গা লাগাতনে / কনিত্তু তিনি তাঁর যটন চাহদি নয়িন্ত্রণে তমোদারেরে চয়ে বশে সিক্ষম ছিলনে।” [বুখারী (১৯২৭), মুসলমি (১১০৬)]

নববী বলেন: “এখানে গা লাগানো বলতে উদ্দেশ্য হাত দিয়ে ছোঁয়া। শব্দটা এসছে চামড়ার সাথে চামড়ার স্পর্শকরণ থেকে।”[সমাপ্ত]

“কনিত্তু তিনি তাঁর যটন চাহদি নয়িন্ত্রণে তমোদারেরে চয়ে বশে সিক্ষম ছিলনে” এই কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হল তিনি নিজেকে এবং নিজ যটন চাহদি নয়িন্ত্রণে রাখতে পারতনে। তিনি উপভোগ করতনে; কনিত্তু সটো সহবাস বা বীর্যপাতেরে পর্যায়ে পৌঁছত না।

কনিত্তু ... যদি কোন পুরুষ আশঙ্কা করে যে রোযাদার অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দলি বা উপভোগ করলে বয়িটা সহবাস বা বীর্যপাত পর্যন্ত গড়তে পারে তাহলে এমন উপভোগ থেকে তার বরিত থাকা বাঞ্ছনীয়; যনে তার রোযা নষ্ট না হয়।



শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ বলেন: “রোযাদারেরে চুম্বন দুই ভাগে বিভক্ত: বধৈ চুম্বন ও হারাম চুম্বন। হারাম চুম্বন হল এমন চুম্বন যটোর কারণে রোযা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা মুক্ত নয়।

আর বধৈ চুম্বন দুই ধরনের:

প্রথম ধরন: এমন চুম্বন যা তার যতীন আকাঙ্ক্ষাকে মোটেই জাগিয়ে তুলবে না।

দ্বিতীয় ধরন: এমন চুম্বন যা তার যতীন আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুললেও রোযা নষ্ট হবে না সে বিষয়ে ব্যক্তি নিরাপদ থাকে।

চুম্বন ছাড়া কামোদ্দীপক যে বিষয়গুলো করা হয়, যমেন: আলঙ্গিন বা অন্যান্য, সগেলোর হুকুম চুম্বনের মতই। এগুলোর মাঝে কোনোটো পার্থক্য নহে।”[আশ-শারহুল মুমত’ (৬/৪২৯)]

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহমিহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “পুরুষ যদি রমযান মাসে দিনেরে বেলো স্ত্রীকে চুম্বন করে বা তাকে আদর-সোহাগ করে, তাহলে কি তার রোযা নষ্ট হবে; নাকি হবে না?”

তিনি উত্তর দনে: “একজন পুরুষেরে জন্য রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা, আদর-সোহাগ করা, সহবাস ছাড়া স্পর্শ করা—এ সব কিছুই বধৈ। এগুলোতে কোনোটো সমস্যা নহে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় চুম্বন করতেন, রোযা অবস্থায় স্পর্শ করতেন। কিন্তু কউে যদি হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে, যহেতে সে দ্রুত উত্তজেনাশীল তাহলে তার জন্য চুম্বন করা মাকরুহ। আর যদি সে বীর্যপাত করে ফলে তাহলে তার জন্য আবশ্যক হল (রোযা ভঙ্গকারী সবকিছু থেকে) বরিত থাকা অব্যাহত রাখা এবং ঐ দিনেরে রোযাটি পরে কাযা করা। তবে এর জন্য তাকে কাফফারা দতি হবে না। এটা অধিকাংশ আলমেরে মত।”[ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায: (১৫/৩১৫) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

রোযাদার স্ত্রীকে চুম্বন করার ফলে যদি বীর্যপাত হয়

রোযা অবস্থায় ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে চুমু দিয়ে এবং বীর্যপাত হয় তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এর বদলে রমযানের পরে তাকে একদিন কাযা রোযা রাখতে হবে। ইবনে কুদামা রাহমিহুল্লাহ বলেন: “রোযাদার যদি চুম্বন করে বীর্যপাত ঘটায় তাহলে তার রোযা ভঙে যাবে। এতে কোনোটো মতভেদে আমাদের জানা নহে।”[আল-মুগনী (৪/৩৬১)]

তবে তার উপর কোনোটো কাফফারা আবশ্যক হবে না। কারণ কেবল সহবাসেরে মাধ্যমে রোযা নষ্ট করলেই শুধু কাফফারা আবশ্যক হয়। দেখুন: (49750)-নং ফতোয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।